



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা  
বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬

## সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	পটভূমি	১
২।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১
৩।	সংজ্ঞা	১
৪।	ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ	২
৫।	সাধারণ নিয়মাবলী	২
	(১) 'নির্ভরশীল' সংক্রান্ত বিধান	২
	(২) ভাতা'র হার নির্ধারণ	২
	(৩) ভাতা'র জন্য আবেদন	২
	(৪) ভাতা প্রদান পদ্ধতি	২
	(৫) ভাতা বই ইস্যু	২
	(৬) ব্যাংক হিসাব নম্বর সরবরাহ	৩
	(৭) সমঝোতা স্মারক সম্পাদন	৩
	(৮) সম্মানী ভাতা'র প্রাপ্যতা	৩
	(৯) একাধিক খেতাবপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সম্মানী ভাতা নির্ধারণ	৩
	(১০) ভাতা মঞ্জুরের সময়সীমা	৩
	(১১) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তথ্য সংরক্ষণ	৩
	(১২) ভাতা প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩
	(১৩) ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা	৩
৬।	ব্যতিক্রম	৪
৭।	নীতিমালা সংশোধন	৪
৮।	পূর্বের নীতিমালা বাতিল	৪
৯।	কার্যকর	৪
<b>সংযোজনীসমূহ</b>		
১০।	তফসিল-১	৫
১১।	তফসিল-২	৬

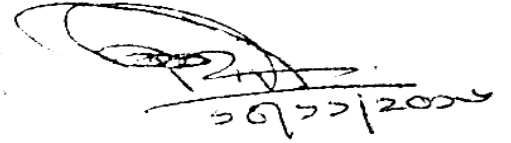
**খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা  
বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬**

অনুচ্ছেদক্রম	নীতিমালা
১।	১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত গেজেট-এর মাধ্যমে ৪ (চার) শ্রেণির খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে বীর শ্রেষ্ঠ- ৭ (সাত) জন, বীর উত্তম- ৬৮ (আটষট্টি) জন, বীর বিক্রম- ১৭৫ (একশত পঁচাত্তর) জন ও বীর প্রতীক- ৪২৬ (চারশত ছাব্বিশ) জনসহ সর্বমোট- ৬৭৬ (ছয়শত ছিয়াত্তর) জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে সুষ্ঠুভাবে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করল।
২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:	এ নীতিমালা “খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬” নামে অভিহিত হবে।
৩। সংজ্ঞা:	<p>(ক) ‘মন্ত্রণালয়’ বলতে ‘মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ কে বুঝাবে;</p> <p>(খ) ‘ট্রাস্ট’ বলতে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট’ কে বুঝাবে;</p> <p>(গ) ‘সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ’ বলতে Armed Forces Division (AFD) কে বুঝাবে;</p> <p>(ঘ) ‘সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য’ বলতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যকে বুঝাবে;</p> <p>(ঙ) ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্য’ বলতে সাবেক ইপিআর, সাবেক বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও বর্তমান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যকে বুঝাবে;</p> <p>(চ) ‘পুলিশ’ বলতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে বুঝাবে;</p> <p>(ছ) ‘আনসার’ বলতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যকে বুঝাবে;</p> <p>(জ) ‘বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা’ বলতে (ঘ) থেকে (ছ) উপানুচ্ছেদে বর্ণিত বাহিনীর সদস্য ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে বুঝাবে;</p> <p>(ঝ) ‘নির্ভরশীল’ বলতে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী/স্বামী; স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা; স্ত্রী/স্বামী ও পিতা-মাতার অবর্তমানে পুত্র কন্যাগণকে বুঝাবে।</p>

অনুচ্ছেদক্রম	নীতিমালা
৪। ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ:	<p>(ক) সশস্ত্র বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যগণের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;</p> <p>(খ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)র খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যগণের ক্ষেত্রে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;</p> <p>(গ) পুলিশ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যগণের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং</p> <p>(ঘ) বেসামরিক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সদস্যগণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভাতা প্রদান করবে। খেতাবপ্রাপ্ত যে সকল বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে সশস্ত্র বাহিনী/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ / পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন, সে সকল খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্ব স্ব বাহিনীর ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে সরকার মনে করলে ভাতা বিতরণকারী অন্য কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও ভাতা বিতরণ করতে পারবে।</p>
৫। সাধারণ নিয়মাবলী:	<p>(১) ‘নির্ভরশীল’ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান: অন্য কোন বিধানে যাই বলা হোক না কেন, এ নীতিমালা অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নির্ভরশীল যদি স্ত্রী/স্বামী ব্যতিত পুত্র-কন্যা হন সে ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা সমহারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।</p> <p>(২) ভাতা’র হার নির্ধারণ: মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ (চার)টি শ্রেণিভুক্ত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা প্রাপ্য হবেন।</p> <p>(৩) ভাতা’র জন্য আবেদন: সম্মানী ভাতা’র জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম (তফসিল-১) এবং তথ্য ফরম (তফসিল-২) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার নির্ভরশীল কর্তৃক পূরণ করে স্ব স্ব ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ/অফিস/সংস্থার নিকট জমা দিতে হবে। আবেদন ও তথ্য ফরমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। তফসিল-১ ও তফসিল-২ নীতিমালার অংশ হিসেবে গণ্য হবে।</p> <p>(৪) ভাতা প্রদান পদ্ধতি: ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ ভাতা ‘মাসিক/ত্রৈমাসিক’ ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। ভাতা’র আবেদনের তারিখ থেকে ভাতা প্রাপ্য হবে।</p> <p>(৫) ভাতা বই ইস্যু: ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/ নির্ভরশীলকে বিনামূল্যে ভাতা বই ইস্যু করা হবে।</p>

অনুচ্ছেদক্রম	নীতিমালা
	<p>(৬) ব্যাংক হিসাব নম্বর সরবরাহ: ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের যে শাখা হতে আবেদনকারী ভাতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে শাখায় একটি হিসাব খুলে হিসাব নম্বর ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারী সরবরাহ করবেন।</p> <p>(৭) সমঝোতা স্মারক সম্পাদন: ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ এবং নির্ধারিত ব্যাংকের মধ্যে ভাতা বিতরণ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হবে।</p> <p>(৮) সম্মানী ভাতা'র প্রাপ্যতা: অন্যকোন আইন, বিধি-বিধানে যাই বলা থাকুক না কেন একজন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা অন্য কোন ক্যাটাগরীভুক্ত হওয়ার কারণে একাধিক খেতাবপ্রাপ্ত/সম্মানী ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হলেও সর্বোচ্চ ১ (এক)টি ভাতাই প্রাপ্য হবেন (যেটি তিনি গ্রহণ করতে চান)।</p> <p>(৯) একাধিক খেতাবপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সম্মানী ভাতা নির্ধারণ: কোন মুক্তিযোদ্ধা একাধিক খেতাবপ্রাপ্ত হলে তিনি সর্বোচ্চ খেতাবের জন্য নির্ধারিত হারে একটি সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।</p> <p>(১০) ভাতা মঞ্জুরের সময়সীমা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/ নির্ভরশীল কর্তৃক দাখিলকৃত ভাতা সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ভাতা প্রদানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>(১১) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তথ্য সংরক্ষণ: খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তথ্যাদি ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযোজিত তথ্য ফরম (তফসিল-২) যত্ন সহকারে পূরণ করতে হবে যাতে সঠিক তথ্য যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়।</p> <p>(১২) ভাতা প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম: ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক অ্যাডভাইস অনুসারে ভাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব শাখার মাধ্যমে বিবেচ্য মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ভাতাভোগীদের হিসাব নম্বরে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।</p> <p>(১৩) ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা: রাষ্ট্রের আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে সাজা প্রদান করা হলে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/নির্ভরশীল ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।</p>

অনুচ্ছেদক্রম	নীতিমালা
৬. ব্যতিক্রম :	এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।
৭. নীতিমালা সংশোধন :	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মতামতের ভিত্তিতে এ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে।
৮. পূর্বের নীতিমালা বাতিল :	এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে “খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান নীতিমালা, ২০১৩” এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯. কার্যকর :	এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।



(এম এ হান্নান)

সচিব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বরাবর,

.....

.....

.....

বিষয় : খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/নির্ভরশীল হিসেবে সম্মানী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী/আমার ..... মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার আমাকে/আমার.....কে.....খেতাবে ভূষিত করেন (গেজেট নং....., তারিখ.....)।

সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে/খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নির্ভরশীল (.....) হিসেবে সম্মানী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করছি। আপনার জ্ঞাতার্থে আমার/খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতদসঙ্গে সংযোজিত তথ্য ফরমে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

নিবেদক

আবেদনকারীর নাম :.....

মুক্তিযোদ্ধার নাম :.....

পিতা/স্বামীর নাম :.....

গ্রাম :.....

থানা/উপজেলা :.....

জেলা :.....

সংযুক্তি :

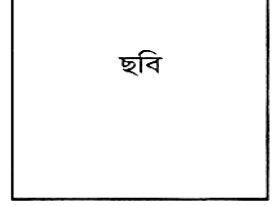
নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করতে হবে :

- ১। তথ্য ফরম;
- ২। পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ৬ কপি সত্যায়িত ছবি;
- ৩। গেজেট, সাময়িক সনদ ও খেতাবের সনদের সত্যায়িত অনুলিপি;
- ৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;
- ৫। নাগরিকত্ব সনদ (চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র/কমিশনার প্রদত্ত);
- ৬। নির্ভরশীলের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত) ওয়ারিশ সনদ, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সনদ; এবং
- ৭। নির্ভরশীলের বয়স প্রতিপাদনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/শিক্ষা সনদ (এসএসসি/দাখিল/সমমান)/জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার তথ্য ফরম

তফসিল-২

.....  
.....



১. (ক) আবেদনকারীর নাম :..... (খ) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সাথে সম্পর্ক :.....
২. (ক) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম :..... (খ) খেতাব :.....
৩. পিতার নাম :..... ৪. মাতার নাম :.....
৫. স্থায়ী ঠিকানা : ৬. বর্তমান ঠিকানা :  
গ্রাম/মহল্লা :..... গ্রাম/মহল্লা :.....  
ডাকঘর :..... ডাকঘর :.....  
থানা/উপজেলা :..... থানা/উপজেলা :.....  
জেলা :..... জেলা :.....  
টেলিফোন/মোবাইল নং :..... টেলিফোন/মোবাইল নং :.....  
ই-মেইল (যদি থাকে) :.....
৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা :.....
৮. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের পেশা :.....
৯. বর্তমান পেশা :.....
১০. বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত।
১১. খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার গেজেট নম্বর :.....
১২. খেতাবের সনদ নম্বর :.....
১৩. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :.....
১৪. সরকারের অন্যকোন উৎস হতে ভাতা/সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য : (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)  
(ক) সংস্থার নাম :..... (খ) ভাতার পরিমাণ :.....  
(গ) অন্যান্য সুবিধাদি :.....
১৫. পরিবারের বিবরণ (পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) : সম্ভব হলে গ্রুপ ছবি সংযুক্ত করা যেতে পারে (আবশ্যিকীয় নয়)।

ক্রম	নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	বর্তমান পেশা	মন্তব্য
(ক)					
(খ)					
(গ)					
(ঘ)					
(ঙ)					
(চ)					

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে; সন্তানদের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে)।

বর্ণিত সকল তথ্যাদি স: পূর্ণরূপে সত্য বলে ঘোষণা করছি এবং মিথ্যা প্রমাণিত হলে আইনত দায়ী থাকবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি  
(নাম :.....)

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/১৭-৩৫৮৭ কম(সি-১৫)—১,৫০০ বই, ২০১৬।



রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৪, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৩/৩১ অক্টোবর ২০১৬

নং ৪৮.০০.০০০০.০০২.০৩৪.০০২.১২-৮৫০—সরকার বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সকল মুক্তিযোদ্ধা বীর শ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন, সে সকল খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের মাসিক সম্মানী ভাতা নিম্নরূপে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

(ক) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার মাসিক সম্মানী ভাতা:

খেতাবের বিবরণ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বীর শ্রেষ্ঠ	৩০,০০০
বীর উত্তম	২৫,০০০
বীর বিক্রম	২০,০০০
বীর প্রতীক	১৫,০০০

(১৬১৮৩)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(খ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক সম্মানী ভাতা:

পঞ্জুত্বের ধরন	মাসিক মূল ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	সাহায্যকারী ভাতা	খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
'এ' শ্রেণি (৯৬-১০০%)	৩০,০০০	২,০০০	৮,০০০	৫,০০০	৪৫,০০০
'বি' শ্রেণি (৬১-৯৫%)	২৮,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	৩৫,০০০
'সি' শ্রেণি (২০-৬০%)	২৩,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	৩০,০০০
'ডি' শ্রেণি (১-১৯%)	১৮,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	২৫,০০০
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	৩০,০০০
মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	১৮,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	২৫,০০০
বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ পরিবার	২৮,০০০	২,০০০	-	৫,০০০	৩৫,০০০

২। 'খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬' অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের এবং কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধান অনুযায়ী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

৩। ইহা ০১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ নূর আলম  
উপসচিব।